# যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৪২৬

১/ বিবিধ

আরবী

لولا ما طبع الركن من أنجاس الجاهلية وأرجاسها وأيدى الظلمة والأثمة، لاستشفي به من كل عاهة، ولألفي اليوم كهيئته يوم خلقه الله، وإنما غيره الله بالسواد لأن لا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة، وليصيرن إليها، وإنها لياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة وضعه الله حين أنزل آدم فى موضع الكعبة قبل أن تكون الكعبة، والأرض يومئذ طاهرة لم يعمل فيها شيء من المعاصي، وليس لها أهل ينجسونها، فوضع له صف من الملائكة على أطراف الحرم يحرسونه من سكان الأرض، وسكانها يومئذ الجن، لا ينبغي لهم أن ينظروا إليه لأنه شيء من الجنة، ومن نظر إلى الجنة دخلها، فليس ينبغي أن ينظر إليها إلا من قد وجبت له الجنة، فالملائكة يذودونهم عنه وهم وقوف على أطراف الحرم يحدقون به من كل جانب، ولذلك سمي الحرم، لأنهم يحولون فيما بينهم وبينه

منكر

الطبراني في " الكبير " (3 / 107 / 1) عن عوف بن غيلان بن منبه الصنعاني، أخبرنا عبد الله بن صفوان، عن إدريس بن بنت وهب بن منبه، حدثني وهب بن منبه، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعا

قلت: وهذا إسناد ضعيف لجهالة من دون وهب بن منبه، فإني لم أجد من ذكرهم، والمتن ظاهر النكارة، والله أعلم، وفي " المجمع " (3 / 243)

رواه الطبراني في " الكبير " وفيه من لم أعرفه ولا له ذكر

ثم وجدت الحديث قد أخرجه العقيلي في " الضعفاء " (2 / 266) من طريق غوث بن غيلان بن منبه الصنعاني به مختصرا دون قوله: (ولألفي يوم القيامة ... ) إلخ
أورده في ترجمة عبد الله بن صفوان، وروي عن هشام بن يوسف أنه قال: كان ضعيفا، لا يحفظ الحديث
وتبين منه أن الراوي عنه إنما هو (غوث) ، وليس: (عوف) كما كنت نقلته عن مخطوطة " الكبير " وعلى الصواب وقع في المطبوع منه (11 / 55 / 11028) ، وهو مترجم في " الجرح " (3 / 57 / 58) ، و" ثقات ابن حبان " (7 / 313 و9 / 2) ، قال ابن معين: لم يكن به بأس
وإدريس بن بنت وهب اسم أبيه سنان اليماني، ضعفه ابن عدي، وقال الدارقطني: متروك
قلت: فهو آفة هذا الحديث. والله أعلم

বাংলা

৪২৬। রুকুনটি (হাযরে আসওয়াদটি) যদি জাহেলিয়াতের অপবিত্রতা, তার নাপাকী, অত্যাচারী ও গুনাহগার হতে হেফাযতে থাকত, তাহলে অবশ্যই তার দ্বারা প্রত্যেক রোগ হতে আরোগ্য পাওয়া যেত এবং আজকে তাকে পেতাম আল্লাহ তা'আলা যেদিন তাকে সৃষ্টি করেছেন সেই আকৃতিতে। আল্লাহ তা'আলা তাকে কাল রং দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। যাতে করে দুনিয়াবাসী জান্নাতের অলংকারের দিকে দৃষ্টি না দেয় এবং তার দিকে ধাবিত না হয়। সেটি হচ্ছে জান্নাতের ইয়াকুতের সাদা রঙের ইয়াকূত। আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে যখন দুনিয়াতে নামিয়ে দেন তখন কাবাকে সৃষ্টির পূর্বে কা'বার স্থলে পাথরটিকে রেখে দেন। তখন যমীন পবিত্র ছিল, তাতে কোন গুনাহ করা হত না। তাতে এমন কোন অধিবাসী ছিল না, যারা তাকে অপবিত্র করবে। তার জন্য এক কাতার (দল) ফেরেশতা হারামের চার পার্শ্বে যমীনের অধিবাসীদের থেকে পাহারা দেয়ার জন্যে রেখে দেয়া হয়েছিল। সে সময় যমীনের অধিবাসী ছিল জিন সম্প্রদায়। তাদের জন্য বৈধ ছিল না যে, তারা তার দিকে দৃষ্টি দিবে। কারণ সেটি ছিল জান্নাতেরই অংশ। যে ব্যক্তি জান্নাতের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে, সেই প্রবেশ করেছে। একারণে যার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে এরূপ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য তার দিকে দৃষ্টি দেয়া বৈধ ছিল না। ফেরেশতাগণ তার (হাযরে আসওয়াদ) থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতেন এমতাবস্থায় যে, তার হারামের চারি দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারা তাকে প্রতিটি দিক থেকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। এ জন্যই হারাম নামকরণ করা হয়েছে। কারণ তারা তাদেরকে তার (হাযরে আসওয়াদ) এবং নিজেদের মাঝে প্রাচীর হিসাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

হাদীসটি মুনকার।

এটি তাবারানী “মুজামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/১০৭/১) আউফ ইবনু গায়লান ইবনে মুনাব্বেহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু সাফওয়ান হতে, তিনি ইদরীস ইবনু বিনতে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি দুর্বল ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বেহের নিচের বর্ণনাকারীগণ মাজহুল হওয়ার কারণে। তাদেরকে কে উল্লেখ করেছেন আমি পাচ্ছি না। তাছাড়া হাদীসের ভাষায় সুস্পষ্ট মুনকার লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

উকায়লী “আয-যুয়াফা” গ্রন্থে (২/২৬৬) হাদীসটি গাউস ইবনু গায়লান সূত্রে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু সাফওয়ানের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হিশাম ইবনু ইউসুফ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (উকায়লী) বলেনঃ তিনি (আব্দুল্লাহ) দুর্বল ছিলেন, হাদীস হেফয করতেন না। এ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনাকারী আউফ নয় বরং গাউস। এটিই সঠিক, যা “মুজামুল কাবীর”-এর ছাপানো গ্রন্থে এসেছে। যদিও হাতের লিখায় আউফ রয়েছে। তাকে ইবনু হিব্বান “আত-সিকাত” গ্রন্থে (৭/৩১৩, ৯/২) উল্লেখ করেছেন। ইবনু মাঈন বলেনঃ তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আর ইদরীসকে ইবনু আদী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। দারাকুতনী বলেছেনঃ তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনিই হচ্ছেন এ হাদীসটির সমস্যা।

হাদিসের মান: মুনকার (সহীহ হাদীসের বিপরীত) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68011

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন